সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় মন্ত্রণালয় পরিচিতি	০১-৪৬
দ্বিতীয় অধ্যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৪৭-৬৭
তৃতীয় অধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	৬৮-৮২
চতুর্থ অধ্যায় জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)	৮৩-৮৪
পঞ্চম অধ্যায় ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর	৮৫-৮৬
ষষ্ঠ অধ্যায় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	৮৭-৯২
সপ্তম অধ্যায় সেবা পরিদপ্তর	৯৩-৯৭
অষ্টম অধ্যায় ন্যাশনাল ইলেকট্রো-মেডিকেল ইকুইপমেন্ট মেইন্টেন্যান্স ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (নিমিউ এন্ড টিসি)	৯৮
নবম অধ্যায় যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংস্থা (টেমো)	৯৯-১০১
দশম অধ্যায় মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল	১০২-১৫৪
একাদশ অধ্যায় রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ (আরসিএইচসিআইবি)	১৫৫-১৬০
দ্বাদশ অধ্যায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)	১৬১-১৬৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট ও জিএনএসপি ইউনিট	১৬৯-১৭২
চতুর্দশ অধ্যায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ইউনিট	১৭৩-১৭৯
পঞ্চদশ অধ্যায় সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা (Social Health Insurance)	১৮০-১৮২

দ্বাদশ অধ্যায়

জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)

কার্যক্রমের নাম
জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি) সংশোধিত।

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা
নিউট্রিশন প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
- মোট : ১২৫০.৫১
- জিওবি : ১৪৩.৪৩
- প্রকল্প সাহায্য : ১১০৭.০৬
- সাহায্যের উৎস : এইচএনপিএসপি ও কানাডিয়ান সিডা প্রদত্ত
- বাস্তবায়নকাল : ১ জুলাই ২০০৪ হতে ৩০ জুন ২০১১ পর্যন্ত।

ভূমিকা
বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে এবং এদের অধিকাংশই অপুষ্টির শিকার। দারিদ্র ও অপুষ্টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দারিদ্র্য খাদ্য ঘাটতি ঘটায়, ফলে অপুষ্টি সৃষ্টি হয়। আর এই অপুষ্টি পরোক্ষভাবে দেশের উন্নয়নে ব্যাঘাত ঘটায়। অপুষ্টি বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা। আর এই অপুষ্টির শিকার অধিকাংশই শিশু ও মহিলারা। তাই শিশু ও মহিলাকে অপুষ্টি সমস্যা নিরসনকল্পে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৬ সালে ৬টি উপজেলায় পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে এই কার্যক্রম জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম হিসেবে শুরু হয়। যা পরবর্তীতে ৫৯টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে এই কার্যক্রম জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প ও পরে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম নামে ১১০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত করা হয়। সম্প্রতি নতুন আরও ৬৩টি উপজেলা এ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার ফলে বর্তমানে ১৭৩টি উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলা ও শিশু অপুষ্টির শিকার। দীর্ঘমেয়াদি অপুষ্টি একটি জাতিকে শুধু শারীরিক নয় মানসিকভাবেও পঙ্গু করে দেয়। ফলে কমে যায় শিক্ষা গ্রহণ ক্ষমতা এবং দেশের উৎপাদন ক্ষমতা।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতিমালা ও দিক নির্দেশনার আলোকে দেশীয় প্রেক্ষাপটে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকার ও বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ৭টি বিভাগের ৪৪টি জেলার ১৭৩টি উপজেলার ৩৬,৭৬৪টি সামাজিক পুষ্টি কেন্দ্র (সিএনসি)-এর মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

এনএনপি'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি (এইচএনপিএসপি)-র পুষ্টি উপখাত হিসেবে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি) পুষ্টির সাথে জড়িত সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা ও কর্মীদের সহায়তায় প্রান্তিক পর্যায়ের ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টিসেবা প্রদান করছে। এনএনপি-র মূল লক্ষ্য হলো দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক পুষ্টি বিকাশের মাধ্যমে সর্ব পর্যায়ে বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবনপ্রণালী প্রবর্তনের জন্য আপামর জনসাধারণের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য পূরণের জন্য অপুষ্টি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও

পরিবার কল্যাণ কার্যক্রমকে সহায়তা দিতে অদূর ভবিষ্যতে দেশের শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমানো এবং সার্বিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন সাধনের জন্য এ প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে চলছে। এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে এনএনপি পুষ্টি পরিস্থিতির স্থায়ী উন্নয়নের নিমিত্ত প্রথম পর্যায়ে ২৩টি প্যাকেজে ১০৯টি উপজেলায় পুষ্টি সেবা বাস্তবায়নের জন্য ১০টি এনজিও'র সাথে চুক্তি সম্পাদন করে। এনএনপি'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে দ্বিতীয় পর্যায়ের আরও ৬৩টি উপজেলা এ কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্তে ৭টি এনজিও'র সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। বর্তমানে এনএনপি'র কার্যক্রমের আওতায় মোট উপজেলার সংখ্যা ১৭৩টি।

এনএনপি'র সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

- জন্মকালীন স্বল্প ওজনের শিশুর হার (<২.৫ কেজি) ৩৬% থেকে ২০% এর নিচে আনয়ন।
- ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের স্বল্প ওজন (WAZ<-2z scores)-এর হার ৪৮% থেকে কমিয়ে ৩৬%-এ আনা।
- ৫ বছরের কম বয়সী খর্বাকৃতি শিশুদের (HAZ<-2z scores)-এর হার ৪৩% থেকে কমিয়ে ৩৭%-এ কমিয়ে আনা।
- পাঁচ বছরের কম বয়সী হ্যাডিসার ক্ষীণকায় হয়ে যাওয়া শিশুর হার (উচ্চতার অনুপাতে ওজন বৃদ্ধি ব্যহত হওয়া) (WAZ<-2z) ১৩% থেকে ৮% এ কমিয়ে আনা।
- এক হতে অনুর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে রাতকানা রোগের হার ০.৫% এ সীমিত রাখা।
- গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে রাতকানা রোগের হার ৫% এর নিচে নামিয়ে আনা।
- অনুর্ধ্ব পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে রক্তস্বল্পতার হার ৪৯% থেকে ৪০% কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ৩০% থেকে ২০% এবং গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ৪৬% থেকে ৩০%-এ কমিয়ে আনা।
- স্কুলগামী (৬-১২ বছর) ছেলেমেয়েদের আয়োডিন স্বল্পতার (প্রস্রাবে আয়োডিন নির্গমন প্রতি ডে.সি. লিটারে ১০ মাইক্রোগামের কম) হার ৪৩% থেকে ২৩% হ্রাসকরণ।
- শতকরা ৫০ ভাগ গর্ভবতী মহিলার মধ্যে গর্ভকালীন ওজন ৯ কেজি বা ততোধিক বৃদ্ধি।
- গৃহস্থালী পর্যায়ে উৎপাদনের মাধ্যমে পারিবারিক খাদ্য গ্রহণ (শাকসবজি, ফল, ডিম, মাংস) বৃদ্ধি।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

- দুই বছরের কম বয়সী শিশুঃ
- গর্ভবতী মহিলা
- প্রসূতি মা
- নববধূ
- কিশোর-কিশোরী

এনএনপি'র কার্যক্রমে অর্জিত সাফল্য

৫/১. কর্মসংস্থান : এ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি সেবা প্রদান করার নিমিত্ত ৪৬,০০০ কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে যা সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির (প্রতিটি পরিবার একজন সদস্যের কর্মসংস্থান প্রদান) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৫/২. পুষ্টি সেবা প্রদান : এ কার্যক্রমের আওতায় মার্চ ২০১১ পর্যন্ত প্রায় ৪.৫ কোটি জনগণকে পুষ্টি সেবা প্রদানের আওতায় আনা হয়েছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও বেশি।

৫/৩. স্বাস্থ্যসেবা প্রদান : আধুনিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় পুষ্টি সেবা প্রদানের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে দৈহিক পুষ্টি আহরণের পাশাপাশি ব্যক্তিগত পরিচর্যা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক পুষ্টি বিকাশের মাধ্যমে সর্বপর্যায়ে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানসম্মত পুষ্টি সমৃদ্ধ জীবন প্রণালী প্রবর্তনের প্রতি আপামর জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার জন্য ৪.৫ কোটি জনগণকে সেবা প্রদানের আওতায় আনা হয়েছে এবং মারাত্মক অপুষ্টিতে আক্রান্ত হত দরিদ্র জনগণকে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বিভিন্ন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ রেফার করা হয়েছে।

৫/৪. সচেতনতাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা : এ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন ফোরাম ও উঠান বৈঠকে (কিশোর-কিশোরী ফোরাম, শ্বশুর-শাশুড়ি ফোরাম, নববিবাহিত স্বামীদের ফোরাম, নবদম্পতি ফোরাম) বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে

প্রান্তিক পর্যায়ের ৪.৫ কোটি জনগণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করে পুষ্টি কার্যক্রমকে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক আন্দোলনে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন : বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার (এমডিজি)-এর অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হলো নারীর ক্ষমতায়ন। এ কার্যক্রমের আওতায় ৪১,২১৩ হাজার নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়ন (এমডিজি) : বিশ্বের ১৯১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশও ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়ন (এমডিজি) -এর ৮টি লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা উন্নয়ন (এমডিজি)-৮ টি লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে, লক্ষ্যমাত্রা-১ (ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন নিরসন), লক্ষ্যমাত্রা-৪ (শিশু মৃত্যুর হার এক তৃতীয়াংশ কমিয়ে আনা), লক্ষ্যমাত্রা-৫ (মাতৃসেবার উন্নয়ন), প্রত্যক্ষভাবে পুষ্টির সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের ফলে দেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিমোচন নিরসনে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ও শিশু মৃত্যুর হার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মাতৃসেবার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

এনএনপি'র মাঠ পর্যায়ের সেবা

কার্যক্রমের আওতায় মাঠপর্যায়ে যে সেবা প্রদান করা হয় তাকে বলা হয় এলাকাভিত্তিক সামাজিক পুষ্টি অর্থাৎ Area Based Community Nutrition (ABCN) সেবা। এই কর্মসূচির আওতায় যে সকল সেবা প্রদান করা হয় তা নিম্নরূপ-

শিশুসেবা (২ বছর পর্যন্ত) :

- জন্মনিবন্ধিকরণ
- জন্ম ওজন গ্রহণ (জন্ম গ্রহণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে)
- মাসিক ওজন গ্রহণ
- গ্রোথ মনিটরিং কার্ডে প্লটিং করে শিশুর মারাত্মক, মাঝারী, স্বল্প অপুষ্টি এবং স্বাভাবিক অবস্থা নির্ণয়
- শাল দুধ খাওয়ানো পরামর্শ
- জন্মের পর থেকে ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর পরামর্শ
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার খাওয়ানোর পরামর্শ
- অতি দরিদ্র পরিবারের ৭-২৩ মাস বয়সী শিশুকে সম্পূরক খাদ্য (চালের গুড়া ২০ গ্রাম, ডালের গুড়া ১০ গ্রাম, গুড় ৫ গ্রাম ও তৈল ৩ মিলি- প্রতি প্যাকেট ১৫৩ কিলোক্যালরি) প্রদান। মারাত্মক অপুষ্ট শিশুকে ২ প্যাকেট এবং অন্যান্য শিশুকে ১ প্যাকেট
- ১-৫ বছর বয়সী সকল শিশুকে এনআইডির মাধ্যমে ভিটামিন-এ (২ লক্ষ আইইউ) ক্যাপসুল খাওয়ানো
- অসুস্থ শিশুকে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র) প্রেরণ
- শিশুদের টিকার জন্য ইপিআই কেন্দ্রে প্রেরণ
- নবজাতকের যত্নের (জন্মের পর থেকে ১ মাস বয়স পর্যন্ত) বিষয়ে মাকে সহায়তা প্রদান মায়ের দুধ ও শাল দুধ খাওয়ানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, নাড়ি পরিচর্যা, টিকা দান, সংক্রমণ রোগ থেকে রক্ষা ইত্যাদি।

মাতৃ পুষ্টি সেবা

গর্ভবতী সেবা

- গর্ভবতী নিবন্ধিকরণ
- গর্ভবতীর মাসিক ওজন গ্রহণ (প্রথম গর্ভাবস্থায় বাড়িতে ওজন গ্রহণ)
- গর্ভবতীর উচ্চতা গ্রহণ
- গর্ভবতীর পুষ্টি অবস্থা (Body Mass Indez-BMI) নির্ণয়

- অপুষ্টিতে ভোগা (<17.0 BMI) গর্ভবতী মহিলাকে সম্পূরক খাদ্য (দৈনিক ৪ প্যাকেট ৬০০ কিলোক্যালরি) প্রদান
- গর্ভাবস্থায় ৪ মাস পূর্ণ হলে দিনে একটি করে আয়রন ট্যাবলেট প্রদান
- টিটি টিকার জন্য ইপিআই কেন্দ্রে প্রেরণ
- গর্ভকালীন যত্ন (এনটিনেটাল কেয়ার-ব্লাড পেসার, ওজন, ইউরিন, রক্ত পরীক্ষা, ফিজিক্যাল চেকআপ, জরায়ুর উচ্চতা মাপা ইত্যাদি) এর জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র) প্রেরণ
- গর্ভবতীর যত্ন (বেশি খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম, ভারী কাজ না করা ইত্যাদি) বিষয়ে পরামর্শ প্রদান
- পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান
- গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে ৯ কেজি ওজন বৃদ্ধি।

প্রসূতি (প্রসবের পর ৬ মাস পর্যন্ত)

- নিবন্ধীকরণ
- শিশু জন্মের পর পরই ভিটামিন-এ ক্যাপসুল (২ লক্ষ আইইউ) প্রদান
- শিশুকে শাল দুধ খাওয়ানো
- ৬ মাস পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো
- ৬ মাস পূর্ণ হলে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার খাওয়ানো
- ৩ মাস পর্যন্ত প্রতিদিন ১টি করে আয়রন ট্যাবলেট প্রদান
- অসুস্থ হলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র/ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র) প্রেরণ
- শিশুর যত্নের বিষয়ে পরামর্শ (মায়ের দুধ, শাল দুধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নাড়ি পরিচর্যা, টিকাদান, সংক্রেমণ রোগ থেকে রক্ষা ইত্যাদি) প্রদান
- প্রসূতি মায়ের পুষ্টির জন্য পরামর্শ (বেশি খাবার গ্রহণ, বিশ্রাম, ভারী কাজ না করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি) প্রদান।

নব দম্পতি সেবা (বিয়ের ২ বছর পর্যন্ত)

- নিবন্ধীকরণ
- নবদম্পতির ফোরাম গঠন ও মাসিক পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠান
- সপ্তাহে ২টি করে আয়রন ট্যাবলেট প্রদান
- প্রথম গর্ভধারণকালে বাড়িতে ওজন গ্রহণ
- সঠিক সময়ে গর্ভধারণ করার বিষয়ে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান
- নবদম্পতির পরামর্শ (বিলম্বে ২০ বছরের পূর্বে নয়) গর্ভধারণ, পরিবার পরিকল্পনা, গর্ভাবস্থায় ওজন বৃদ্ধির গুরুত্ব, পুষ্টি বিষয়ে পরামর্শ, খাদ্য গ্রহণ ইত্যাদি) প্রদান।

কিশোরী সেবা (১৩-১৯ বছর বয়সী অবিবাহিতা) :

- নিবন্ধীকরণ
- কিশোরী ফোরাম গঠন (২৫ জন করে) ও মাসিক পুষ্টি বিষয়ক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠান
- সপ্তাহে ২টি করে আয়রন ট্যাবলেট প্রদান
- ৬ মাসে ১ টি করে কৃমিনাশক বড়ি প্রদান
- বিলম্বে বিবাহের (১৮ বছর পূর্ণ হলে) পরামর্শ প্রদান
- কিশোরী ফোরামের আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-মৌলিক পুষ্টি তথ্য, বয়ঃসন্ধিকাল, কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিলম্বে বিবাহ ও সন্তান ধারণ, গর্ভবতীর যত্ন, শালদুধ ও মায়ের দুধ, পরিপূরক খাবার, মাদকাসক্তি ও

ধূমপানের ক্ষতিকারক দিক, জেন্ডার ইস্যু, লাইফ স্কিল (আত্মসচেতনতা, সহমর্মিতা, কার্যকরী যোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক, আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Coping with emotion) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ (Coping with stress) সমস্যার সমাধান, উদ্ভাবনীমূলক চিন্তাধারা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাধারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সামাজিক দায়িত্ববোধ), আত্মনির্ভরশীলতা (বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগি, মৎস্য চাষ, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান), যৌতুক এবং অন্যান্য বিষয়।

কিশোর সেবা (১৩-১৯ বছর বয়সী অবিবাহিত) :

- নিবন্ধীকরণ
- কিশোর ফোরাম গঠন ও প্রতি ২ মাসে একবার আলোচনা অনুষ্ঠান
- ৬ মাসে ১টি করে কৃমিনাশক বড়ি প্রদান
- সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি
- কিশোরী ফোরামের আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-মৌলিক পুষ্টি তথ্য, বয়ঃসন্ধিকাল, কিশোর-কিশোরীর পুষ্টি, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বিলম্বে বিবাহ ও সন্তানধারণ, গর্ভবতীর যত্ন, শালদুধ ও মায়ের দুধ, পরিপূরক খাবার, মাদকাসক্তি ও ধূমপানের ক্ষতিকারক দিক, জেন্ডার ইস্যু, জীবন-সচেতনতা (সহমর্মিতা, কার্যকরী যোগাযোগ, আন্তঃব্যক্তি সম্পর্ক, আবেগ নিয়ন্ত্রণ (Coping with emotion) মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ (Coping with stress) সমস্যার সমাধান, উদ্ভাবনী চিন্তাধারা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাধারা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সামাজিক দায়িত্ববোধ), আত্মনির্ভরশীলতা (বৃক্ষরোপণ, হাঁস-মুরগি, মৎস্য চাষ, বসতবাড়ির আঙ্গিনায় সবজি বাগান), যৌতুক এবং অন্যান্য বিষয়।

শ্বশুর ফোরাম :

- নিবন্ধীকরণ
- শ্বশুর ফোরাম গঠন ও প্রতি ২ মাসে একবার আলোচনা অনুষ্ঠান
- শ্বশুর ফোরামের আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-নববধূ/গর্ভবতী মহিলার প্রতি শ্বশুরের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নববধূসহ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, নববধূর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুফল, গর্ভবতীর পরিচর্যা ও যত্ন, পুষ্টি সচেতনতা, নিরাপদ পানির ব্যবহার, আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার, নিরাপদ/স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টিবাগান, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন এবং বিবিধ।

শাশুড়ি ফোরাম :

- নিবন্ধীকরণ।
- শাশুড়ি ফোরাম গঠন ও প্রতি ২ মাসে একবার আলোচনা অনুষ্ঠান
- শাশুড়ি ফোরমের আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-নববধূ/গর্ভবতী মহিলার প্রতি শ্বাশুড়ির দায়িত্ব ও কর্তব্য, নববধূসহ পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, নববধূর স্বাস্থ্য পরিচর্যার সুফল, গর্ভবতীর পরিচর্যা ও যত্ন, পুষ্টি সচেতনতা, নিরাপদ পানির ব্যবহার, আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার, নিরাপদ/স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি বাগান, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন এবং বিবিধ।

স্বামী ফোরাম :

- নিবন্ধীকরণ
- গর্ভবতীর স্বামীর ফোরাম গঠন ও প্রতি ২ মাসে একবার আলোচনা অনুষ্ঠান
- গর্ভবতীর স্বামীর ফোরামের আলোচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে-গর্ভবতীর পরিচর্যা ও যত্নের বিষয়ে স্বামীর করণীয়, গর্ভবতীর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওজন গ্রহণ ও বিএমআই নির্ধারণ, গর্ভবতীর খাবার, নিরাপদ পানির ব্যবহার, আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভ চিহ্নিতকরণ ও নিরাপদ প্রসব, নবজাতকের ওজন, মাদকাসক্তি ও ধুমপানের কুফল এবং অন্যান্য।

এনএনপি'র ব্যবস্থাপনা :

কেন্দ্রীয় পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা : কার্যক্রমের মৌলিক পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়ে থাকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিউট্রিশন প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (এনপিএমইউ)-এর মাধ্যমে। পিএমইউ-এর প্রধান

হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নির্বাহী পরিচালক, যিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন যুগ্ম সচিব। কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ৪টি ইউনিটে ভাগ করা হয়েছে। ইউনিটগুলো হল- প্রশাসন ও সংগ্রহ, প্রোগ্রাম সাপোর্ট ও টেকনিক্যাল, মনিটরিং এন্ড ইভাল্যুয়েশন এবং অর্থ। ইউনিটগুলির প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন একজন পরিচালক। এছাড়া প্রতিটি ইউনিটে উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত রয়েছে। এনপিএমইউ এর আওতায় মোট কর্মকর্তা ও কর্মচারী ৫৯জন। এর মধ্যে ১৮জন কর্মকর্তা সরকার হতে প্রেষণে নিয়োজিত এবং ৪১জন এনএনপির নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারী।

কার্যক্রমের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি'র) অধীন সাব কম্পোনেন্ট ভিজিডি-এনএনপি বাস্তবায়ন সহায়তা রয়েছে যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। উপকার্যক্রমটি পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয়। ভিজিডি-এনএনপি বাস্তবায়ন সহায়তা সাব কম্পোনেন্টের আওতায় ৮ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে।

মাঠ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনা : কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা পর্যায়ে পুষ্টি অফিস স্থাপন করা হয়। পুষ্টি অফিসের দায়িত্ব পালন করেন একজন উপজেলা ম্যানেজার। পুষ্টি অফিসে কর্মরত আছেন মৌলিক পুষ্টি কার্যক্রমের ফিল্ড সুপারভাইজার, হিসাবরক্ষক ও অন্যান্য সহায়তা কর্মচারী।

গ্রাম পর্যায়ে ১০০০-১৫০০ জনসংখ্যা নিয়ে একটি কমিউনিটি নিউট্রিশন সেন্টার (সিএনসি) স্থাপন করা হয় যা পুষ্টিকেন্দ্র নামে পরিচিত। উক্ত সিএনসি সংশ্লিষ্ট গ্রামের কোন ব্যক্তির বাড়িতে স্থাপিত হয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় এই কেন্দ্রটি ব্যবহার করতে দেন। এই সিএনসিতে (পুষ্টিকেন্দ্র) সকাল ৯.০০ টা থেকে ১১.০০ টা পর্যন্ত পুষ্টি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সিএনসি'র দায়িত্বে থাকেন একজন কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোমোটর (সিএনপি) যিনি পুষ্টিআপা নামে এলাকায় পরিচিত। তিনি সকাল ৯.০০টা থেকে ১১.০০টা পর্যন্ত সিএনসি কার্যসম্পাদনের পর বাড়ি-বাড়ি গিয়ে বিভিন্ন বিষয় যেমন : যৌতুক প্রথা, বাল্যবিবাহ, এসিড নিক্ষেপ এবং ঝুঁকিপূর্ণ মহিলাদের গর্ভকালীন পরিচর্যা, প্রসবকালীন পরিচর্যা, নবজাতকদের শালদুধসহ শুধুমাত্র ৬ মাস পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানো, ৭ মাস থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাদ্য খাওয়ানোর বিষয়ে তদারকি করে থাকেন। ১০ জন সিএনপি'র কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজ মনিটরিং এর জন্য রয়েছে একজন কমিউনিটি নিউট্রিশন অর্গানাইজার (সিএনও)। উল্লেখ্য, সকল সিএনও/সিএনপি মহিলা এবং সিএনসি (পুষ্টিকেন্দ্র) যে গ্রামে স্থাপিত হয় সিএনপি সেই গ্রামের বাসিন্দা ও সিএনও ঐ উপজেলার বাসিন্দা। ৪ জন সিএনও'র কাজে সহায়তা প্রদান ও তাদের কাজ মনিটরিং করেন একজন ফিল্ড সুপারভাইজার। সিএনসি পর্যায়ে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি মহিলা দল গঠন করা হয় যারা সম্পূরক খাদ্য তৈরীসহ অন্যান্য কাজে পুষ্টিআপাকে সহায়তা করে থাকেন। মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম তত্ত্বাবধায়ন করেন উপজেলা ম্যানেজার। মাঠ পর্যায়ের পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত এনজিও।

কার্যক্রমের কমিটিসমূহ

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এইচএনপিএসপি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। এই কমিটির সভাপতি হচ্ছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, অধিদপ্তর প্রধান ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত। এনএনপি'র আওতায় কার্যক্রম সমন্বয় ও সহযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি এনএনপি ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির সভাপতি হলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়ে এ কমিটি গঠিত। মাঠ পর্যায়ে যাতে কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাহায্য, সহযোগিতা এবং দিক নির্দেশনার জন্য গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হয়। এ সকল কমিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ-

- **জেলা পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কমিটি :** এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন জেলা প্রশাসক। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অন্যান্যদের নিয়ে এ কমিটি গঠিত। এ কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন সিনিয়র স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মকর্তা, সিভিল সার্জন অফিস।

- **উপজেলা পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কমিটি :** এ কমিটির উপদেষ্টা হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্য। এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের সকল চেয়ারম্যান, সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও নির্বাচিত এনজিও প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এ কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন উপজেলা ম্যানেজার (পুষ্টি), এনএসপি।

- **পৌরসভা পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কমিটি :** এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন পৌরসভা চেয়ারম্যান। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং ওয়ার্ড কমিশনার নিয়ে এ কমিটি গঠিত। এ কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন উপজেলা ম্যানেজার (পুষ্টি), এনএনপি।
- **উপজেলা পুষ্টি টেকনিক্যাল কমিটি :** এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এ কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন উপজেলা ম্যানেজার (পুষ্টি), এনএনপি।
- **ইউনিয়ন পুষ্টি ব্যবস্থাপনা কমিটি :** এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য, এনজিও ফিল্ড সুপারভাইজার, স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এ কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন সামাজিক পুষ্টি সংগঠক (সিএনও)।
- **সিএনসি ব্যবস্থাপনা কমিটি :** এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য অগ্রাধিকার পাবেন)। প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এ কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন সামাজিক পুষ্টি সংগঠক (সিএনও)।
- **সিএনসি ব্যবস্থাপনা কমিটি :** এ কমিটির সভাপতি হচ্ছেন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা সদস্য অগ্রাধিকার পাবেন)। প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, গ্রাম পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সহকারী, স্থানীয় ক্লাব, সংগঠনের মহিলা সদস্য, মহিলা গ্রুপের দরিদ্র মহিলা, ইমাম/ধর্মীয় নেতা নিয়ে এই কমিটি গঠিত। এ কমিটির সদস্য সচিব হচ্ছেন সামাজিক পুষ্টি কর্মী (সিএনপি)।

এনএনপি'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বেসরকারি সংস্থা

মাঠপর্যায়ের এবিসিএন কার্যক্রম নিয়ে বর্ণিত এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে-

- ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস)।
- সোসাইটি ফর একশন রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সার্ড)
- ভলান্টারি এসোসিয়েশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ভার্ড)
- হেলথ এডুকেশন এন্ড ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (হীড বাংলাদেশ)
- ভলান্টারি অর্গানাইজেশন ফর সোস্যাল ডেভেলমেন্ট (ভোসড)
- বাংলাদেশ এক্সটেনশন এডুকেশন সার্ভিসেস (বিজ)
- সাউদার্ন গণ-উন্নয়ন সমিতি (এসজিএস)
- উত্তরায়ণ জনকল্যাণ মহিলা সমিতি (ইউজেএমএস)
- সুশীলন
- ইসি-বাংলাদেশ
- সৃজনী বাংলাদেশ
- ইএসডিও
- এসকেএস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
- ঘরণী

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

দেশের সকল উপজেলায় প্রান্তিক পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর মাঝে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো পরিবর্তনের জন্য সারাদেশে পুষ্টি সেবা সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।

আর্তমানবতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বায়নের যুগে পুষ্টি সেবা প্রদান নিশ্চিত করে একটি সুস্থ ও সবল জাতি গঠন করতে হবে। আমাদের সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে অপুষ্টি শব্দটিকে সুন্দর ও অমিত সম্ভাবনার এই দেশে জনস্বাস্থ্য সমস্যার তালিকা থেকে মুছে ফেলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র অর্জনে আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকতে হবে।

জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)-এর কার্যক্রমের আওতায় সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে ২০০৯ সালে আরও ৬৩টি উপজেলাকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল উপজেলাকে এ কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে।

ক্রমিক নং	এক নজরে জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম		সংখ্যা
১.	জেলা		৪৪
২.	উপজেলা		১৭৩
৩.	ইউনিয়ন		১,৭২৭
৪.	বাস্তবায়নকারী এনজিও		১৫
৫.	পুষ্টি কেন্দ্রের সংখ্যা (সিএনসি)		৩৬,৭৬৪
৬.	সামাজিক পুষ্টি কর্মী (সিএনপি)		৩৬,৭৬৪
৭.	সামাজিক পুষ্টি সংগঠক (সিএসসি)		৩,৭৩২
৮.	ফিল্ড সুপারভাইজার (এফএস)		৯৬০
৯.	উপজেলা ম্যানেজার (ইউ এম)		১৭২
১০.	থানার সংখ্যা		৯.১ মিলিয়ন
১১.	সেবার আওতায় জনসংখ্যা		৪৫ মিলিয়ন
	২ বছরের কম বয়সী শিশু		১.৯৪ মিলিয়ন
১২.	তালিকাভুক্ত উপকারভোগী	গর্ভবতী মহিলা	০.৫০ মিলিয়ন
		প্রসূতি মা	০.৪২ মিলিয়ন
		কিশোরী	২.১ মিলিয়ন
		নববিবাহিতা মহিলা	০.২৪ মিলিয়ন

এনএনপিতে বর্তমানে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর তালিকা

নং	পদবী
১	নির্বাহী পরিচালক
৩	পরিচালক (প্রশাসন ও সংগ্রহ)
৫	পরিচালক (পিএসটিইউ)
৭	উপপরিচালক (ট্রেনিং-১)
৯	উপপরিচালক (এনজিও কন্ট্রাক্ট)
১১	উপপরিচালক (বিসিসি)
১৩	উপপরিচালক (ফিল্ড সার্ভিস)
১৫	সহকারী পরিচালক (এমএন্ডই)
১৭	সহকারী পরিচালক (বিসিসি)
১৯	সহকারী পরিচালক (ফিল্ডসার্ভিস, এমএন্ডই)
২১	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা
২৩	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর-০১ জন
২৫	লজিস্টিক সহকারী-০২ জন
২৭	গাড়িচালক-০৯ জন

নং	পদবী
২	পরিচালক (অর্থ)
৪	পরিচালক (এমএন্ডই)
৬	উপপরিচালক (সংগ্রহ)
৮	উপপরিচালক (ট্রেনিং-১)
১০	উপপরিচালক (প্রশাসন)
১২	উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
১৪	উপপরিচালক (প্রোগ্রামিং)
১৬	সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)
১৮	সহকারী পরিচালক (ইপিডেমিওলজি)
২০	সহকারী পরিচালক (হিসাব)
২২	প্রোগ্রাম সহকারী-৭ জন
২৪	অডিটর-০১ জন
২৬	রিসিপশনিস্ট-০১ জন
২৮	এমএলএসএস-১০ জন

সর্বমোট = ৫২ জন

জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম (এনএনপি)

অর্থবছর	বরাদ্দ				খরচ			
	জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট	জিওবি	আরপিএ	ডিপিএ	মোট
২০০৮-২০০৯	১১০০	১১৬০০	১০০	১২৮০০	১০২৮.৮৮	৯৯২৮.৭৮		১০৯৫৭.৬৬
২০০৯-২০১০	১৩০০	১৭০০০	৮০০	১৯১০০	১১২১.২৬	১৫৮৯২.২২		১৭০১৩.০০
সর্বমোট	২৪০০	২৮৬০০	৯০০	৩১৯০০	২১৫০.১৪	২৫৮২১.০০		২৭৯৭১.১৪